25-7-42
শেষ উত্তর
এম, পি,
প্রডাকসন্সের
নিবেদন
TARAK

শেষ-উত্তর

মানুষ ভাবে এক—হয় আর এক।

তাই যদি না হ'বে—তবে মনোজ—বড়লোকের ছেলে সুদর্শন মনোজ, এলাহাবাদ যাবার পথে মাঝখানে এক ছোট ষ্টেশনে নেমে' পড়বেই বা কেন—আর তা'র সঙ্গে সেই ষ্টেশন-মাষ্টারের নাতনী মীনার সঙ্গে হঠাৎ দেখাই বা হ'ল কেন।.....

বলা দরকার, কোন কারণে বিষম আঘাত পেয়ে,—মনোজের মাথা সব সময় ঠিক থাকে না। হঠাৎ সে সব কিছুই ভুলে' যায়। কোথায় যাচ্ছে, কে সে, কি করতে হবে—সে কি করতে চায়—সব যেন একসঙ্গে তার মাথায় তাল পাকিয়ে যায়। সব কিছুই গোলমাল হয়ে যায়।

মনোজের মা তা'কে এলাহাবাদে পাঠিয়েছিলেন—তার পিতার বন্ধু এক রায়বাহাদুরের বাড়ীতে। উদ্দেশ্য ছিল দুটি। প্রথমত, বিলাত ফেরত এক চিকিৎসকে দিয়ে মনোজের মাথার চিকিৎসা করান। দ্বিতীয়ত—রায়বাহাদুরের কন্যা রেবার সঙ্গে মনোজের পরিচয় জমিয়ে তোলা। এই রেবার সঙ্গেই

মনোজের বিয়ে স্থির হয়ে আছে। স্থির করেছিলেন মনোজের বাবা, রেবার পিতার বন্ধু। এটা তাঁহাদের বন্ধুত্বের চিরস্থায়ী প্রতীক হ'বে—এই ভেবে।

মীনা গ্রামের মেয়ে। সামান্য লেখা পড়া জানে। বর্ত্তমান নারী-প্রগতির আবহাওয়ার কোন সংবাদই সে রাখে না। তার সহজ বেশ ভূষাতেই এর পরিচয় পাওয়া যায়। রেবা কিন্তু মীনার উল্টা, সব দিক দিয়েই। সে লেখা পড়া জানা মেয়ে—কেবল লেখা পড়া জানাই নয়, সকল দিক থেকে রেবা একেবারে অতি-আধুনিকা। তার ওপর, পিতার একমাত্র আদুরে মেয়ে সে। অবাধ তার স্বাধীনতা। ভক্তের দলও প্রচুর।.....

মনোজ মাঝপথে নেমে নিজেকে একান্ত অসহায় বলে মনে করল—সে বেঁচে গেল, যখন মীনা তার সকল ভার নিল। গরীবের ঘর, অভাবে তাদের দিন কাটে। কিন্তু বড়লোকের ছেলে মনোজ এখানে যে স্নেহ, যে ভালবাসা এবং যে-সেবা পেল—তা সে প্রচুর ঐশ্বর্য্যের মধ্যেও কোন দিন পায় নি

সেবা যত্নে মনোজের মনে মীনার জন্য যে আসন পড়ল—ভবিষ্যতে সে আসনে মীনা প্রেমের দেবীরূপে মনোজের সমস্ত জীবন ভরে তুলবে কিনা তা কে বলতে পারে। মনোজের অদ্ভুত সব আব্দার মীনা বিচিত্র ভাবে মিটিয়ে তাকে একেবারে নিজের আয়ত্বেরমধ্যে এনে ফেলল্। এসব মীনা কোন কিছুর আশা নিয়ে করেনি। অসহায়কে সেবা করাই ছিল তার জীবনের ব্রত। কিন্তু মীনার জীবনে প্রথম এই পুরুষের আবির্ভাব কি একেবারে ব্যর্থ হবে?.....

শেষ-উত্তর

মীনাদের বাড়ী ছেড়ে মনোজ গেল এলাহাবাদ, রায়বাহাদুরের বাড়ীর আতিথ্য গ্রহণ করতে। কিন্তু এই ঐশ্বর্য্যের মধ্যে মনোজ যেন নিজেকে ঠিক মানিয়ে চল্‌তে পারল না। তার মনে সব সময় যেন কিসের অভাব। বড়লোকের ছেলে হ'লে মনোজ গ্রামেই মানুষ, তাই এই অতি আধুনিক শহুরে হাওয়ায় সে হাঁপিয়ে উঠল। তার ওপর, রেবার হাবভাব, চাল-চলন সে সহ্য করতে পারল না। রেবার প্রগতিপরায়ণা চাল-চলনের তীব্র সমালোচনা মনোজ তার মুখের ওপরেই করে। এর আগে, রেবা পুরুষজাতির কাছ থেকে কেবল প্রশংসাই পেয়েছে। তাই মনোজের সমালোচনায় সে গেল চটে। কিন্তু চটে গিয়েও সে এই সরল-প্রকৃতির সহজ মানুষটিকে ভাল না বেসেও পারল না। মনোজের প্রতি এই ভালবাসাকে সে ঘৃণা বলে ভাবতে চেষ্টা করল, কিন্তু মনোজকে ঘৃণা করতে সে যত বেশী চেষ্টা করে—মনোজের প্রতি তার প্রেম যেন তত বেশী গাঢ় হয়ে উঠে! রেবার মন বলে—মনোজকে তার স্বামীরূপে চাই, তা না হ'লে তার নারী-জীবন হবে ব্যর্থ।

মনোজের মনে মীনার আসন তখন স্থায়ি হয়ে বসেছে। বিশেষ করে রেবাকে দেখবার পর থেকে মীনার প্রতি প্রেম মনোজের সমস্ত অন্তর ভরে তুল্‌ল। মীনার সেবা-পরায়না শান্ত মূর্ত্তি, রেবার পালিস করা সৌন্দর্য্যকে সব দিক থেকে ম্লান করে দিলে।

এলাহাবাদে মনোজের মাথার অবস্থা খারাপ না হ'লেও ভালর দিকে গেল না। বিরুদ্ধ-আবহাওয়ার মধ্যে বাস করে মনোজ নিজেকে অসুস্থ এবং অসহায় মনে করতে লাগল। রেবা এখন সব রকমে মনোজের মন জুগিয়ে চলতে চায়। কিন্তু কোন ফল হয় না। অনভ্যস্ত হস্তের সেবা মনোজকে পীড়া দেয়। রেবাকে মনোজ মীনার নিখুঁত সেবাযত্নের কথা বলে। রেবা জ্বলে উঠে। মীনার প্রতি তার মন ওঠে বিষিয়ে।

কিছুদিন পর মনোজের মা বাঁকিপুরে একটা বাড়ী ঠিক করে' ছেলেকে নিয়ে থাকবেন ঠিক করলেন। মীনাদের বাড়ী থেকে বাঁকীপুর খুব দূরের পথ নয়। রায়বাহাদুর এবং তাঁর মেয়ে রেবাকেও মনোজের মা তাঁর বাঁকীপুরের বাড়ীতে আতিথ্য গ্রহণ করতে অনুরোধ করলেন। তাঁরা রাজী হ'লেন।

বাঁকীপুরে মনোজের মন অনেক ভাল। সে মীনার সঙ্গে দেখা করতে যায়, তার সঙ্গে গল্প করে', বেড়ি'য়ে, তার গান শুনে'—মনোজের মনের হারানো-আনন্দ ফিরে আসে॥

কিন্তু মনোজের মাথার অসুখ বিশেষ কিছু কমলো না। অভিজ্ঞ চিকিৎসক বলেন—মনোজ যদি আবার হঠাৎ কোন ভয়ানক মানসিক আঘাত পায়, তাহ'লে সে, হয় একেবারে উন্মাদ হয়ে যাবে, আর না হয়, সম্পূর্ণ ভাল হয়ে যাবে। হ'লও ঠিক তাই।

রেবার পীড়াপিড়ীতে মনোজ একদিন তাকে নিয়ে গেল মীনার সঙ্গে দেখা করাতে।

রেবা ও মীনা। সামনা-সামনি দাঁড়িয়ে

দুইজন প্রেমের প্রতিদ্বন্দী, দুই নারী। রেবার চোখে ঘৃণা, ওষ্ঠে ঘৃণা-মিশ্রিত হাসি। সামান্য গরীবের মেয়ে মীনা—এরই জন্য মনোজ পাগল! কি আছে এই নারীর মধ্যে!

মীনার সঙ্গে যে-অভদ্র ব্যবহার করল রেবা, তাতে মনোজের মাথার মধ্যে যেন আগুন জলে উঠলো। যে-নারীকে সে ভালবাসে, শ্রদ্ধা করে, তার অপমান মনোজকে করে' দিল উন্মাদ—এই বিষম মানসিক আঘাত সে সহ্য করতে পারল না।

কিন্তু এর ফল ডাক্তারের কথামত মনোজের পক্ষে হিতকরই হ'ল। মাথার অসুখ তার একেবারে ভাল হয়ে গেল কিছু দিনের মধ্যেই।

তার পর ? সুস্থ-মনোজ ভাবে, রেবাকে বিয়ে করা তার কর্ত্তব্য। কিন্তু সে যে মীনাকে ভালবাসে—

মীনা মনোজকে ভালবাসে, কিন্তু সে মনে করে, মনোজকে তার বিয়ে করা হ'তে পারে না—রেবার দাবী যে অনেক বেশী—

রেবা জানে—মনোজ তাকে বিয়ে করবে—কিন্তু সে যে ভালবাসে মীনাকে—

এ বিষম সমস্যার সমাধান কি ?

মনোজ কি করবে ?

রেবার ভবিষ্যত কি ?

মীনার ভাগ্যে কি আছে ?

সব কটি প্রশ্নেরই শেষ উত্তর পাবেন—'শেষ উত্তরে'।

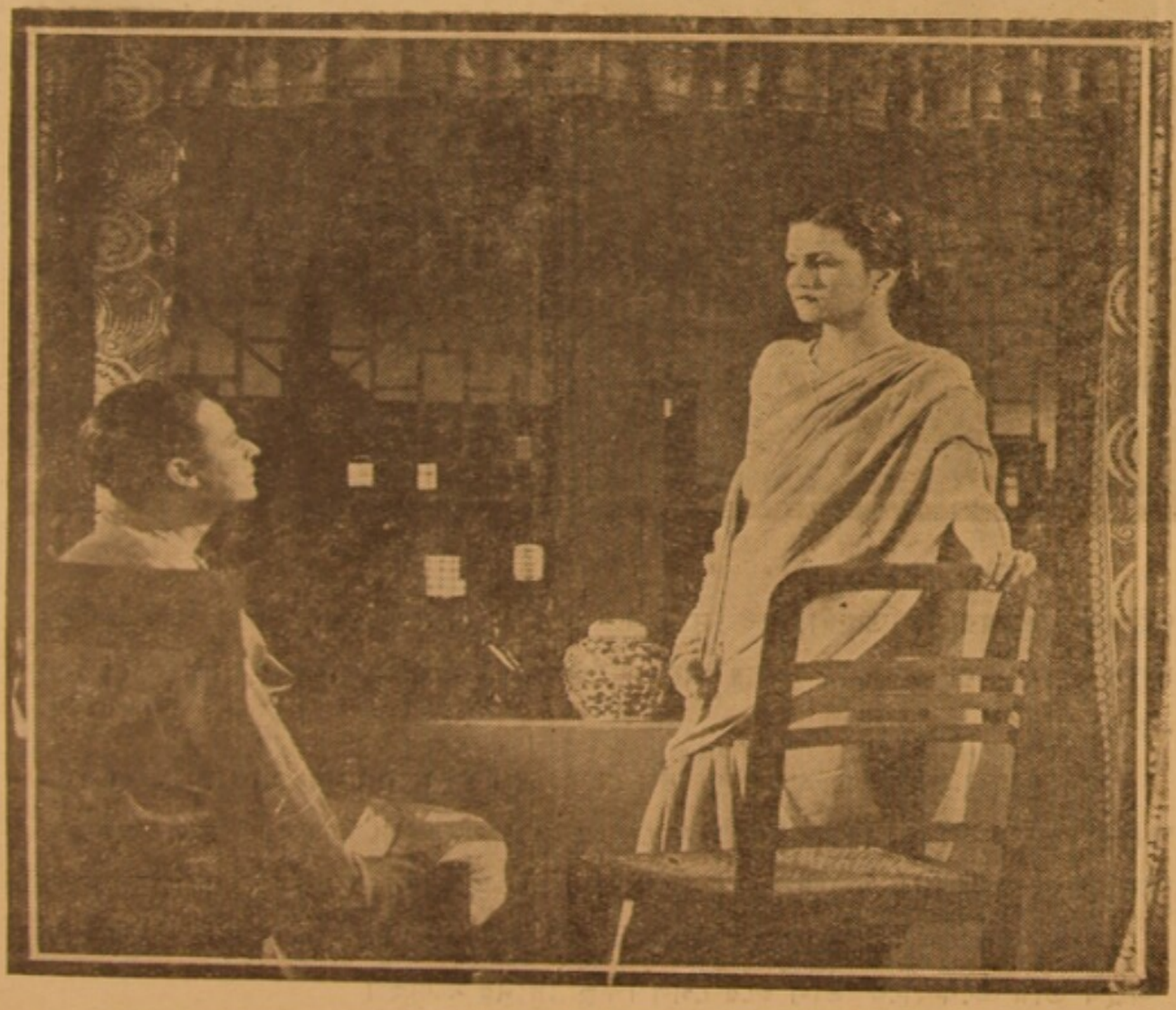

শেষ-উত্তর ঃঃ গান

(১

মীনা (শ্রীমতী কানন দেবী) :

তুফান মেল ! তুফান মেল যায় !
তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে
ময়নামতীর হাট এড়িয়ে
কাশের বনে ঢেউ খেলিয়ে
বংশী বটের ছায় - যায় - যায় - যায় ।
তুফান মেল । তুফান মেল যায় ।
কার ফুলে যে হারায় মধু
কার ঘরে যে এলো বঁধু
কান্না-হাসির ইন্দ্রধনুর
রং লাগাতে চায় - যায় - যায় - যায় ।
তুফান মেল ! তুফান মেল যায় !
অজগরের সেই তো মাসী
চমক দিয়ে বাজায় বাঁশী
সবুজ সোনা রঙের বুকে
ঝলকানি লাগায় - যায় - যায় - যায় ।
তুফান মেল ! তুফান মেল যায় ।

ভিখু (রঞ্জিৎ রায়) :

শ্বশুর বাড়ী যাবেরে ভিখু শ্বশুর বাড়ী যাবে
বহুর মুখের গাল শুনিয়ে ডাল পরেটা খাবেরে ভিখু।
ভিখুর বহু এমনি আছে ঘোম্‌টা দিয়ে খেমটা নাচে
হামায় দেখে মুচ্‌কী হেসে গীত বহু শুনাবে (হায় হায়)
ভিখুর দেশে রোজ সকালে কাউয়া করে কা কা
তাই শুনিয়ে জরুর বুঝি বুকটা করে খা খা (হায়)
ভিখুর দেশে ডাকলে ঘুঘু বহু কাঁদে যে উঁহু উঁহু
ডাঙায় উঠে মাছ কি বাঁচে জোল্‌ সে কোথা পাবে !
তাই চোখের জোল ফেলতে ভিখু শ্বশুর বাড়ী যাবে
কিন্তুন, বহুর জন্তে শাড়ী লিব ঢাকাই মিহি সুতা
হাঁথমে শাড়ী চলবে ভিখু পাঁওমে বুট জুতা।
ফুলমতিয়া সচ্চা জরু সস্ত রূপিয়ার আচ্ছা গরু
আদর ক'রে বসবে কাছে মনমে রং লাগাবে (ভিখু) ॥

—

মীনা (শ্রীমতী কানন দেবী) :

ভোলা পথের পথিক হে মোর
আমার পথে আপন-ভোলা-
আমার গানেই তোমার মনে লাগুক দোলা।
ফুটুক না মোর বাতায়নে
প্রথম দেখার শুভক্ষণে
তোমার ক্ষণিক ভালো লাগায়
তোমার যে ফুল রাঙ্গিয়ে তোলা
আমার গানেই তোমার মনে লাগুক দোলা।
যা কিছু মোর দিক্‌ না আমায়
শূণ্য ক'রে
তোমার স্বপণ দেয় যদি সে
সুধায় ভ'রে
হৃদয় আমার জানি জানি
শোনায় কি যে গভীর বাণী
তোমার ক্ষণিক আসার লাগি
আমার চির দুয়ার খোলা
আমার গানেই তোমার মনে লাগুক দোলা।

—

(৪)

মীনা (শ্রীমতী কানন দেবী) :

আমি বনফুল গো—

ছন্দে ছন্দে দুলি আনন্দে আমি বনফুল গো।

বাসন্তিকার কণ্ঠে আমি মালিকা দোদুল গো॥

বনের পরী আমার সনে খেলতে আসে কুঞ্জবনে

ফুল ফোটানো গান গেয়ে যায় পাপিয়া বুলবুল গো॥

পথিক ভ্রমর সুধায় মোরে সোনার মেয়ে নাম কি তোর

ফুলের দেশের কন্যা আমি চম্পাবতী নামটি মোর।

লতার কোলে চাঁদনী রাতে বাসর জাগি তোমার সাথে

ভোরের বেলা নয়ন কোণে দোলে শিশির দুল গো॥

—

(৫)

মীনা (শ্রীমতী কানন দেবী) :

যদি আপনার মনে মাধুরি মিশারে
এঁকে থাকো কারো ছবি
সে কথা বলিয়া যেয়ো ভুলিয়া যাবে কি সবি!
যদি কোন ভালবাসা
কিছু আলো কিছু আশা
এনে থাকে মনে চকিত স্বপনে
ক্ষণিক মিলন লভি
সে কথা বলিয়া যেয়ো ভুলিয়া যাবে কি সবি!
মনে রবে কি গো কত রাতে কত প্রাতে
ছায়া-সঙ্গিনী কে ছিল তোমার সাথে
হৃদয়ের মিলে তাহারি নিখিলে
যে গান রচিলে কবি—
সে কথা বলিয়া যেয়ো ভুলিয়া যাবে কি সবি!

—

(৬)

রেবা (শ্রীমতী যমুনা দেবী) :

হৃদয় আমার হারালো।
বুঝি হারালো !
অলখ পথিক মনের গহণে
চরণ দু'খানি বাড়ালো !
মন চিনে তারে নাহি যে চিনে,
তবু সে হৃদয়—নিল কি জিনে ?
তারি আলো লেগে বেদনার মেঘে
রঙে রঙে সে যে রাঙ্গালো।
(আমি) গোপন সুরভি আবরি হৃদয়
পারি না রাখিতে ঢাকিয়া !
কে যেন নিতেছে জয়-গৌরবে
আমার যা কিছু কাড়িয়া
এ কি গো বাঁধনে সে মোরে বাঁধে ?
পরাণ ধরিয়া সে কেন সাধে ?
লাজে আঁখি তারে জানেনা দেখিতে
সহেনা আঁখির আড়ালও !!

—

(৭)

রেবা ও ইন্দুমতী—

(শ্রীমতী যমুনা দেবী ও উমাতারা) :

রেবা—ভালোবাসা এল জীবনে তাই তারে ভালবাসিরে
প্রেম জাগে মোর স্বপনে ভালো না বেসে
কি পারিরে।
ইন্দু—তীর আছে তার নয়নে তোর যে হৃদয়টিরে
রেবা—জানি তবু গান গাহেরে মোর মন-বনে
পাখী রে।
ইন্দু—এ ভালোবাসা যে নেশা রে
রেবা—মধুর মরণে মেশারে।
প্রজাপতি জ্বলে অনলে তবু ধায় তারি লাগি রে
ইন্দু—প্রেম যদি হয় ধূলিরে
রেবা—বেদনা রহিব ভুলিরে
হারাবে না জানি সুরভি ফুল যদি যায় ঝরিরে

—

(৮)

রেখা (শ্রীমতী যমুনা দেবী) :

রুম ঝুম নূপুর পায়ে বাজে গো বাজে
প্রেম-রাধা সাজে অভিসার সাজে।
কণ্ঠে গজমতি মণি-হার দোলে
কাজল আঁখির কোলে :
বাজে গো কঙ্কণে মধুর ঝঙ্কার
গোপন মধুর লাজে।
অঙ্গে নীলবাস তনু ঘিরি কাঁদে
যেন বিজুরী মেঘের ফাঁদে :
সীথায় হেম-সীথি তারার মালিকা
যেন কাজল কেশের মাঝে।

—

শেষ-উত্তর

চরিত্র লিপি

মীনা···**কানন দেবী।**
রায় বাহাদুর···অহীন্দ্র চৌধুরী
রেবা···যমুনা দেবী
মনোজ···প্রমথেশ বড়ুয়া
রেখা···কৃষ্ণা দেবী
মনোজের মা···দেববালা
বারীন···রতীন বন্দ্যোপাধ্যায়
রামরতন···যোগেশ চৌধুরী
নাথ্থু···বিক্রম কাপুর
ভিক্ষু···রন্‌জিৎ রায়
দেওয়ান···তুলসি চক্রবর্ত্তী
ডাক্তার···কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়
কুমার সাহেব···বিমান ব্যানার্জী
এবং সরস্বতী, উমাতারা, ষষ্ঠী মুখ্যার্জ্জি, ইন্দ্রজিৎ লাহিড়ী, অমল সেনগুপ্ত প্রভাত, সত্য মুখার্জ্জি, সুধীর প্রভৃতি

★

ইন্দ্র মুভিটোন
ষ্টুডিওতে গৃহীত।

★

কৃতজ্ঞতা স্বীকার :
কমলালয় ষ্টোর্স লিঃ এবং
কলেজ অব ওয়্যারলেস এণ্ড কমার্স,
কলিকাতা।

কারু-সঙ্ঘ

প্রযোজক, পরিচালক
ও চিত্রশিল্পী – **প্রমথেশ বড়ুয়া।**
সুরশিল্পী—কমল দাসগুপ্ত
শব্দযন্ত্রী—জে. ডি. ইরাণী
রাসায়নিক ধীরেন দাসগুপ্ত
সম্পাদক – কালী রাহা
শিল্প-নির্দ্দেশক—তারক বসু
ব্যবস্থাপক প্রভাত মিত্র
সঙ্গীত রচয়িতা – শৈলেন রায়

:: সহকারী ::

পরিচালনায়—বিভূতি চক্রবর্ত্তী, মনি ঘোষ, কমল চ্যাটার্জ্জি
চিত্রগ্রহণে—সুধীর বোস, অমল সেনগুপ্ত, সাধন রায়, উমেদি গুপ্ত
সঙ্গীত – হরিপদ রায়
শব্দ-যন্ত্রে—কল্যাণ সেন, শিশির চ্যাটার্জ্জি
রসায়নাগারে—মথুরা ভট্টাচার্য্য, শম্ভু সাহা, মঞ্জু ও দীনবন্ধু চট্টোঃ
স্থির-চিত্রগ্রহণে – বিনয় গুপ্ত ও সুবোধ ব্যানার্জ্জি
সম্পাদনায়—নারায়ণ দাস
রূপসজ্জায়—রামু
ব্যবস্থাপনায় সুবোধ পাল

কাহিনী :

শ্রীযুক্ত শশধর দত্ত।

এস, পি, প্রোডাকসন্স, ৮৭, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা,
দি জুভেনাইল আর্ট প্রেস, ৮৬, বহুবাজার ষ্ট্রীট,
জি, সি, রায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।